RBM Sir,

Metropolitan concept and urban agglomeration : (মহানগরী ও পৌরপুঞ্জ সম্পর্কিত ধারণা) :

মহানগরীয় ধারণা : metropolis শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লুই মামফোর্ড, 1938 সালে। গ্রীক শব্দ 'Metro' মানে 'mother' এবং 'polis' মানে 'city', এবং এখান থেকে এসেছে metropolis বা ~~মহান~~ মহানগরী। শিল্প বিপ্লবের আগে বর্তমান মহানগরী গুলি একটু পৃথক ধরণের ছিলো। তখন আমরা নগর বা শহরকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতাম। এগুলি হল:

1) প্রধান প্রশাসনিক মহানগরী : রাজধানী শহর, ধর্মীয় শহর, সামরিক শহর, বানিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি।

2) শ্রমীক শহর : আধিবক প্রধান মহানগরীর যে শিল্প ও বানিজ্য কেন্দ্র গুলি ছিল তাতে যে শ্রমীক বাস করত সেই শ্রমিকদের থাকার জন্য ছোটো ছোটো বস্তি ভিত্তিক শহর তৈরী হয়েছিল তাকে আমরা বলি শ্রমিক শহর। মূলত পেশাদারি শ্রমিক তথা কর্মচারীদের আবাসস্থল।

শিল্প বিপ্লবের পর আমরা লক্ষ করতে পারি আরেকজন ভৌগলিক জাস্টাস মোয়েসার (Justus Moeser) তিনি দেখিয়েছেন যে মূলত শ্রমবিভাগ জনিত কারণে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে আমরা লক্ষ করতে পারি যে মহানগরী গুলি বা বর্তমান মহানগরী গুলির সৃষ্টি হয়।

অপর আরেকজন ভৌগলিক N. S. B. Gross তিনি মহানগরীর একটি সংজ্ঞা দেন যা হল - "কোনো নগরীকে তখনই মহানগরী বলা হবে যখন সমস্ত পার্শ্ববর্তী জেলা, রাজ্য, বা দেশের সমস্ত উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা এবং রপ্তানীর জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট শহর এলাকায় জড় হবে এবং সেখান থেকে সেই সমস্ত দ্রব্যগুলি বাইরে পাঠানো হবে এবং সেই অঞ্চলে প্রথমে বিদেশ থেকে আমদানি-কৃত পণ্য এসে জড় হবে এবং সেগুলি পশ্চাৎ ভূমিতে পাঠানো হবে।" এটি আমরা ~~বলি মত~~ বলতে পারি মহানগরীর সংকীর্ণ সংজ্ঞা বা ধারণা।

হার্ডসন বলে একজন ভৌগলিক তিনি বলেছেন যে, "Large city is mainly composed of no of Small town and villages."

হার্ডসন এর এই সংজ্ঞাকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহলে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করতে পারবো যার সাহায্যে আমরা আধুনিক মহানগরীর ধারণাকে গড়তে পারবো।

Scanned with CamScanner

সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) মেগাপলিশ বা মহানগর হল শহরের বিকাশের অন্তঃবর্তী পর্যায়। তার সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ শহরের যে বিভিন্ন বিবর্তন গুলি হচ্ছে তার সর্বোচ্চ স্তর হল মহানগরী।

(ii) দ্রব্য উৎপাদন, পরিষেবা, জ্ঞান উৎপাদনের মূল কেন্দ্র।

(iii) নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের পশ্চাৎ ভূমির সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত।

(iv) অধিক জনসংখ্যা পূর্ণ (>100000) ও অধিক জনঘনত্ব পূর্ণ অঞ্চল হবে

(v) মহানগরীতে অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র এবং বাসস্থানের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ থাকবে এবং এই সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ আমরা ভূমি ব্যবহার মানচিত্রে আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাবো।

(vi) মহানগরী হল একাধিক নগর জনবসতির সমষ্টি।

(vii) বিশিষ্ট ভারতীয় ভৌগোলিক ভট্টাচার্য বলেছেন, "কোনো একটি মহানগরীকে আমরা তখনই মহানগরী বলব যখন সেই মহানগরী কোনো আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে, যখন- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পুঁজী পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে যখন সে গৃহীত হবে"।

(viii) মহানগরী হল আন্তর্জাতিক বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ একটি নাগরিক অঞ্চল। একে বলে International multicultural Urban Space.

(ix) দেশের পশ্চাৎ ভূমি থেকে কাজের সন্ধানে প্রচুর মানুষের আগমন।

(x) মহানগরীর মধ্যে কিছু কিছু গ্রামীণ শহর কেন্দ্রীক এলাকা যাকে আমরা বলতে পারি Rural-Urban fringe সেগুলি থাকবে।

(xii) মহানগরী ~~[illegible]~~ তে অর্থনৈতিক পছন্দ অসীম হবে।

এছাড়া আরো দুইজন ভৌগোলিক Berry এবং Horton তারা তাদের বিখ্যাত বই Geographic Perspectives on Urban System (1970) এ তারা মহানগরীর কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন তা হল-

(i) মহানগরীতে দেশের রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাজের কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়।

Scanned with CamScanner

(ii) জনসংখ্যা অন্যান্য শহরের থেকে অনেক বেশি হবে।
(iii) মহানগরীতে শ্রেণী ভিত্তিক বাসস্থান গড়ে একটি সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ থাকবে।
(iv) মহানগরীতে কর্মভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়।
(v) মহানগরীতে অনেক উন্মুক্ত স্থান থাকবে এবং সেই স্থানগুলি পার্ক ও অন্যান্য বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

মহানগরীর গঠন : মূলত সারা বিশ্বে মহানগরীর গঠন তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা

(i) Hard core বা Central Busnen District বা CBD বা কেন্দ্রীয় বানিজ্য ~~অঞ্চল~~ অঞ্চল :

যেকোন মহানগরীতে মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে হোক বা পার্শ্বস্থলে হোক উপযুক্ত পরিস্থিতিজনিত সুবিধেপেলে যে কোনো মহানগরে একটি কেন্দ্রীয় বানিজ্য অঞ্চল বা CBD থাকবে। এই CBD অঞ্চলে প্রশাসনিক প্রধান অফিসগুলো, সর্বোচ্চ আদালত এবং তার সঙ্গে বড় তথা বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ কার্যালয় বা Head Office এবং তার সঙ্গেসঙ্গে Share market গুলির অবস্থান থাকবে এবং এগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা Central Busnen district এ উপস্থিত থাকবে। যেমন - কলকাতা মহানগরী যার CBD ছিল একটি সময়ে B.B.D. Bag. এখানে ~~গুলন~~ রাইটার্স বিল্ডিং, GPO High court এবং কলকাতা কর্পোরেশন এর অফিস তথা অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি কোম্পানির মুখ্য কার্যালয় আছে। তুটিতাই দেখা এই CBD এর আরাকটি অংশে আমরা দেখতে পাই ধর্মতলা এবং পার্কস্ট্রিট অঞ্চল সেখানেও বিভিন্ন ধরনের সরকারি, বেসরকারি অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় অবস্থিত এছাড়া রয়েছে বড়বাজার এলাকা এবং কলকাতা স্টক - এক্সচেঞ্জ ও লালবাজার এলাকা যা হল কলকাতা পুলিস এর মুখ্য কার্যালয়। আবার অনেকক্ষেত্রে আমরা এই কেন্দ্রীয় বানিজ্য অঞ্চলের অনেক ভাগ দেখতে পাই যথা -

প্রথম কেন্দ্রীয় বানিজ্য অঞ্চল : (যেমন কলকাতা - ~~[illegible]~~ হাওড়া মহানগরীতে আমরা চারটে CBD দেখতে পাই) : ধর্মতলা, বি.বি.ডি বাগ, পার্কস্ট্রিট অঞ্চল।

২য় CBD অঞ্চল : হাওড়া মহানগরীর নবান্ন অঞ্চল

৩য় CBD অঞ্চল : সল্টলেকের বিকাশভবন, পূর্ত ভবন, উন্নয়ন ভবন অঞ্চল

৪র্থ CBD অঞ্চল : রাজারহাট, নিউটাউন এর IT sector

Scanned with CamScanner

(II) কোর সিটি বা কেন্দ্রীয় মহানগরী : অর্থাৎ একটি মহানগরীর একটি Core city থাকে। যেমন কলকাতা মহানগরীর একটি Core city আছে যা হল 1-100 নং ward এর এলাকা অর্থাৎ যেখানে ছিল কলকাতার আদি কলকাতা ও আদি কলকাতায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যা ছিল যব চার্নব এর আমল থেকে ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসন এর কলকাতা। তা হল কেন্দ্রীয় মহানগরী যেখানে পরে আমরা CBD দেখতে পাই এবং CBD ছাড়াও বিভিন্ন বাসস্থান, কারখানা, কিছু পরিষেবা ক্ষেত্রের এলাকা, বস্তি এলাকা আমরা দেখতে পারি।

(III) মহানগরীর সংযোজন এলাকা বা Urban Fridge : কলকাতা মহানগরী (1986 সালে) এর ward সংখ্যা বেড়ে গেল কারণ যাদবপুর পৌরসভা, তার সঙ্গে গার্ডেনরিচ পৌরসভা ও বেহালা পৌর সভা এই তিনটে অঞ্চলকে কলকাতা মহানগরীর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে কলকাতা মহানগরীর বিস্তার ঘটেছে।

CBD এর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপসমূহ :

i) পণ্য উৎপাদন, ii) বৃহৎ পরিষেবা ক্ষেত্র

iii) বৃহৎ বাজার বা Shopping Mall এর অবস্থান

iv) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অফিস v) কারখানা ও তৎ সংলগ্ন বস্তিসমূহ।

Core city এর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপসমূহ :

(i) বাসস্থান (ii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (iii) ছোটো বাজার

(iv) কিছু পরিষেবা ক্ষেত্র ইত্যাদি

সংযোজন এলাকা এর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমূহ:

(i) বাসস্থান (ii) ছোটো শহর (iii) নিবিড় রেল-সড়ক-জল পরিবহন ব্যবস্থা (iv) ছোটো ক্ষুদ্র গ্রাম বা Rural Urban continiul

মহানগরীর এলাকা নির্ধারণ : মহানগরীর এলাকা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে ভৌগোলিক ডিকেনসন (1950) বলেছেন যেসকল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, স্থান, শহর গ্রাম মহানগরীর উপর অর্থনৈতিক ভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে ও সামাজিকভাবে নির্ভরশীল থাকে আমরা মহানগরীয় এলাকা বা Metropoliton Area বলে গণ্য করব।

Scanned with CamScanner

মহানগরীয় এলাকা নির্ধারণের সূত্র সমূহ:

প্রথমভাগ: এই বিষয়ে সবথেকে আগে আলোকপাত করে USA Semes তারা একটি মডেল নির্ধারণ করে। তার পরবর্তীকালে SMA বা Standard Metropoliton Area (1964), এটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস বোর্ড বাড় করে, এবং এখানে তারা বলেছে Standard metropoliton Area এর কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যা হল-

1. একটি কেন্দ্রীয় মহানগরীর উপস্থিতি থাকতে হবে। যে কেন্দ্রীয় মহানগরীর জনসংখ্যা (>100000) এক লক্ষের বেশি হতে হবে।
2. কেন্দ্রীয় মহানগরীর সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী কিছু নগরীর উপস্থিতি যেখানে এই পার্শ্ববর্তী নগরী গুলি একাধিক হবে। তাদের জনসংখ্যা প্রত্যেকের 50000 - 100000 এর মধ্যে হবে।
3. পার্শ্ববর্তী যে নগরীগুলি, তার পাশে ছোটো ও ক্ষুদ্র শহরের উপস্থিতি থাকবে এবং এই ক্ষুদ্র শহরগুলির জনসংখ্যা ~~50~~ >50000 হবে।
4. ক্ষুদ্র শহর গুলির মধ্যবর্তী এলাকাগুলিতে এবং ক্ষুদ্র শহর এর বাইরের এলাকাগুলিতে কিছু-কিছু গ্রামীণ এলাকা থাকবে, এবং এই গ্রামীণ এলাকাগুলিকে আমরা বলি Urban Fridge বা গ্রামীণ-প্রান্ত এলাকা
5. এই কেন্দ্রীয় মহানগরী পার্শ্ববর্তী নগরী সমূহ এবং পার্শ্ববর্তী শহর ও গ্রামীণ এলাকা নিয়ে গঠিত। সেখানকার জনসংখ্যা এর দুই-তৃতীয়াংশ অকৃষি কাজে নিয়োজিত থাকবে।
6. এই ধরনের বিস্তৃত মহানগরী এলাকার অন্তত মোট শ্রমশক্তির 30% বিভিন্ন ধরনের শিল্পে নিয়োজিত থাকবে।
7. এই মহানগরী এলাকায় অন্তত এক তৃতীয়াংশ গৃহে টেলিফোনের যোগাযোগ থাকবে।

দ্বিতীয়ভাগ: International Urban ~~Resh~~ Reserch 2 (1959-1969) বা URG তারা মহানগরিক এলাকার কিছু মতবাদ নির্ধারণ করেছেন। সেগুলি নিরীক্ষণে থেকে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(i) যেকোনো মহানগরীর জনসংখ্যা 100000 এর থেকে বেশি হবে।

(ii) কেন্দ্রীয় মহানগরী যার মধ্যে এক বা একাধিক মহানগরী থাকবে।

(iii) সমস্ত মহানগরী এলাকার প্রশাসনিক ~~এলাকার~~ ব্যবস্থায় এক

Scanned with CamScanner

বিভাগের ভৌগলিক একবদ্ধতা থাকবে বা Geographic Continuat যা ভৌগলিক থেকে সংলগ্ন থাকবে বাধ্য।

(iv) দুই - তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অকৃষিকার্য জনিত অর্থনৈতিক কার্যে নিয়োজিত থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে,

তৃতীয় মত: ভারতে মহানগরী এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভৌগলিক মিনচে 1948 সালে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যা হল -

(i) International Urban Research Group যে সূত্রায়ন তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(ii) অধিক জন ঘনত্ব পূর্ণ এলাকাকে আমরা মহানগরীয় এলাকার মধ্যে গণ্য করতে পারি।

(iii) পচনশীল দ্রব্য যোগান অঞ্চল এর নৈকট্য অর্থাৎ পচনশীল দ্রব্য উৎপাদন অঞ্চলগুলি মহানগরীয় এলাকার মধ্যে গণ্য করা হবে।

(iv) মাত্র কিছু অধিক জন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে আমরা মহানগরীয় এলাকার মধ্যে গণ্য করতে পারি।

● উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কলকাতা মহানগরীয় ক্ষেত্রে

~~Metropoliton Area Developing othority calcutta~~

Calcutta metropoliton Development Authority (1961) এবং মূলত কলকাতা মহানগরী এবং এর ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তারা কতগুলি বিষয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পরিকল্পনা নির্মাণ করেন। সেগুলি হল -

(i) কলকাতাতে পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নতি

(ii) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি

(iii) নিরাপত্তা জনিত ব্যবস্থা

(iv) জন পরিবহনের উন্নয়ন

(v) বাসিন্দাদের জন্য জন কল্যাণ মূলক নীতি গ্রহণ। যথা - যথা: প্রণালী নির্মান, জলসরবরাহ, বৈদ্যুতিক সরবরাহ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

CMDA কলকাতা ও কলকাতা মহানগরী অঞ্চলকে ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা করে এবং CMDA প্রথম যে মহানগরীয় অঞ্চলের বিবরণ সৃষ্টি করে তা হল CMD Calcutta Metropoliton District এর বিবরণ।

① Calcutta metropoliton District এর বিবরণে আমরা লক্ষ করতে পারি যে, এখানে তিন প্রকারের গঠন লক্ষণীয় যথা-

(i) হাওড়া ও কলকাতা কর্পোরেশন
(ii) হাওড়া ও কলকাতা কর্পোরেশন সংলগ্ন 33টি মিউনিসিপ্যালিটি
(iii) অন্যান্য 33টি মিউনিসিপ্যালিটি সংলগ্ন 37টি ছোট শহর

এগুলিকে নিয়ে গঠিত হয় Calcutta metropoliton District বা CMD। এর এলাকা ছিল 699.87 km². পরবর্তীকালে 70 এর দশকের মাঝামাঝি আরেকটি নতুন অঞ্চলের সৃষ্টি করা হয় যা হল CMA বা Calcutta metropoliton Authority যার এলাকাটি বেড়ে হয় প্রায় 19440.75 km². ~~এর~~ এর যুক্ত অঞ্চলগুলি হল- কলকাতা ও হাওড়া মহানগরীর পার্শ্ববর্তী যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলি আছে যেখান থেকে পচনশীল দুধ, মাছ, সবজি প্রভৃতি আসে সেই এলাকাগুলোকে আমরা এখানে যুক্ত করতে পাই উত্তরে কল্যাণী থেকে দক্ষিণে উলুবেড়িয়া তথা বাঁকিবেড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল CMA এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রথমে CMA থেকে বেড়ে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হল CMA এবং পরে তৃতীয় ভাগে (1981) CMSUA বা Calcutta Metropoliton Standard Urban Area। এর এলাকা হল প্রায় 24000 km²। এর মধ্যে ~~তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন লক্ষণীয় যথা~~ আছে-

(i) কলকাতা - হাওড়া - চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন
(ii) 31টি মিউনিসিপ্যালিটি
(iii) তিনটি নোটিফায়েড এলাকা
(iv) 70টি মিউনিসিপ্যালিটি
(v) 390টি গ্রাম পঞ্চায়েত

ভৌগোলিক সুন্দরম 1978 সালে মহানগরীর এলাকা নির্ধারণের জন্য যে চারটি বিষয়ের কথা বলেছেন তা হল-

(i) Interaction বা পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন
(ii) Special Affialeation বা স্থানিক নৈকট্য

Scanned with CamScanner

(iii) Interlinkage বা পারস্পরিক সংযোগ

(iv) Geographical continuity বা ভৌগোলিক সংহতি স্থাপন

এই চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথমে তৈরী হয়েছে CMD, তার পরে CMA এবং CMSUA।

মহানগরীয় ব্যবস্থা:

1) প্রধান মহানগরী ও নিয়ন্ত্রণ মহানগরীর ধারণা।

~~2) পৌরপুঞ্জ~~ 2) পৌর বিন্দু : পৌরপুঞ্জ - পৌরমহাপুঞ্জের

~~3) পৌরমহাপুঞ্জ~~ ব্যবস্থা।

1) প্রধান মহানগরীর ধারণা: মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ~~যেখানে নানা রকম আমাদ আর্থিক জন~~ অর্থাৎ ঘন জনবসতি যুক্ত দেশগুলিতে যেখানে কোনো প্রধান মহানগরী দিনে দিনে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জনসংখ্যা ~~নানা~~ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় ফলে সেখানে জনসংখ্যার ব্যাপক চাপ দেখা যায় সেখানের এই ধরণের মহানগরীকে আমরা বলছি নিয়ন্ত্রণ মহানগরী। এবং আসলে এই নগরী গুলি মূলত ঐ উপনিবেশিক অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত সৃষ্টি হয়। এখানে শহর কেন্দ্রীক অর্থনীতির এই ধরণের অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়নের অভাবে ফলে এই ধরণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একতরফের একটিমাত্র মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত হয় এতে একদিকে যেমন মহানগরীর অপরিকল্পিত বৃদ্ধি ঘটে। তেমনি দেশের মধ্যে যে অন্যান্য শহরগুলি বৈষম্য মূলক অর্থনীতিগুলির শিকার হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রাজিলের রিওডি জেনিরো, বাংলাদেশের ঢাকা, ফিলিপিন্স এর ম্যানিলা প্রভৃতি গুলো। এই প্রধান মহানগরীর ধারণা তৈরী করেন Mark Jefferson (1939), তিনি দেখিয়েছেন যে এই প্রধান মহানগরী গুলি দ্রুত আকারে বৃদ্ধি পায় যে, সেগুলি অন্যান্য শহর থেকে গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের আকার এত বৃহৎ হয় যে তাদের সঙ্গে নিকটবর্তী শহরের আনুপাতিক সম্পর্ক যদি আমরা স্থাপন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো, প্রধান মহানগরী যদি 100 হয় তাহলে তার নিকটবর্তী মহানগরীর অনুপাত হবে 30 এবং তার নিকটবর্তী হবে 20,

অর্থাৎ তার অনুপাতটি হবে 100:30:20।

এই ভাবে আমরা দেখতে পারছি উপনিবেশিক কারণে অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনের জন্য Primary city গুলি নির্মিত হয় এবং তার ফলে সেখানে জনসংখ্যার প্রচন্ড চাপ অনুভূত হয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করতে পারি যে একটি ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়।

2) পৌরবিন্দু: এখানে একটি প্রধান শহরের কাছে ছোটো ছোটো ~~অনেক~~ অসংখ্য শহর গুচ্ছাকারে বা cluster way তে গড়ে ওঠে। যাবাফলত কোনো ~~কিছু~~ মহানগরী তাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোটো ছোটো ~~মহানগরী~~ বা শহর তৈরী হয়েছে। একে আমরা বলি পৌরবিন্দু। এই পৌরবিন্দু হল একাধিক, অনেকগুলি ছোটোছোটো পৌর এলাকার সঙ্গে মূল মহানগরীর একাত্তিভবন।

সৃষ্টির কারণ:

অনেকক্ষেত্রে একটি মহানগরী এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তার সঙ্গে তালমিলিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন লাভ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে যে সকল মানুষ এই নগরে আশ্রয় লাভ করতে অসমর্থ হয়, তারা মহানগরীর কাছে বা উপকন্ঠে বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা সর্বস্থানে না থাকলেও তারা কর্মস্থলের কাছেই থাকে। এই ভাবে আবার নিম্নবিত্ত চারপাশে তারা একটি ঘন নগর জনবসতি তৈরী করতে থাকে। এই ঘন জনবসতি অঞ্চল আস্তে আস্তে মূল মহানগরীর সাথে মিশে যায় এই ভাবে মূলমহানগরীর এলাকা বেড়ে যায় এই ভাবে একটি পৌরবিন্দু গড়ে ওঠে।

কোনো স্থানে যদি দুটি মহানগরী একই ভাবে প্রসারের মাধ্যমে যুক্ত হয় তাহলে একটি পৌরবিন্দু গড়ে ওঠে। এই ভাবে আমরা এই পৌরবিন্দু গুলি গঠনের মাধ্যমে পৃথিবীর বড়বড় মহানগরী গুলি গড়ে ওঠে এবং এই মহানগরী গুলি কাছাকাছি শহর ও মহানগরীগুলিকে গ্রাস করে। এর ফলে একটি বৃহৎ পৌরাঞ্চল গড়ে ওঠে। আমরা জানি, কলকাতার বিস্তার এখন এতটাই বিস্তৃত হয়ে গেছে যে, তার বিস্তারটি একদিকে কল্যাণী, হাওড়ার উলুবেড়িয়া অন্যদিকে NH 24 পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার, অপরদিকে ডানকুনি ও আড়িয়াদহ বেলেঘাটা পর্যন্ত প্রসার ঘটেছে। এই ধরনের পৌর প্রসারণের ফলে যে পৌরবিন্দু গঠিত হয় তার দুটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করতে পারি। যথা-

Scanned with CamScanner

① এই পৌরপিন্ডের মতে মহানগরী সংলগ্ন যে সীমারেখা তা আসতে আসতে মুছে যায় এবং পিন্ডিভূত নগরীর বহু মানুষ যেখানে বসবাস করে সেই স্থান থেকে অন্যত্র প্রত্যেকদিন তারা যাতায়াত করে।

② পিন্ডভূত মহানগরী যেটি পৌরপ্রসারণের বিচারে একটি অপণ্য নগরী হিসেবে বিবেচিত হয়।

③ মামফোর্ড বলেছেন - পিন্ডভবনের ফলে অনেকসময় একটি নদীর উভয় পাড়ে দুটি মহানগরী গঠিত হয়, ~~এই~~ এবং এই দুটি মহানগরী দুইদিকে প্রসারিত হয়। যথা- হাওড়া এবং কলকাতা। এই মহানগরীকে দ্বৈতমহানগরী বলা হয়। এরই সাথে এই মহানগরীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কিছু গ্রামীণ পৌর এই দ্বৈত মহানগরীর মধ্যে তার মতে এলাকা থাকে।

গ্রামীণ পৌর এলাকা: রামচন্দ্র বলেছেন "A Rural area with a Urban Core" এবং এই সব এলাকায় ~~এই~~ পৌর গ্রামীণ এলাকাগুলি লক্ষ্য করা যায়।

পৌরপিন্ড থেকে সৃষ্ট (পৌরপুঞ্জ) Megacity: অধ্যাপক মাজিদ হুসেন মেগাসিটির যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হল - "যে সকল মহানগরী বা পৌরপুঞ্জের 5 মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা আছে তারা হচ্ছে মেগাসিটি। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের ও মেগাসিটি হল 2011 সালের জনগণনা অনুসারে যারা আছে তারা হল - বৃহত্তর মোম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই এবং ব্যাঙ্গালোর।

পরবর্তী কালে আরো কতগুলি শহরের জনসংখ্যা >5m ছাড়িয়েছে এবং এদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। আয়তনে বিস্তৃত হচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী ছোটো শহরগুলি ~~এই~~ মেগাসিটির মধ্যে ঢুকে আসছে।

একাধিক পৌরপুঞ্জ নিয়ে গঠিত বৃহৎ পৌরপুঞ্জ বা মেগাপলিস:

জিন গটম্যান প্রথম এই বৃহৎ পৌরপুঞ্জের কথা বলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে USA তে বস্টন থেকে ভার্জিনিয়া নর্থফোক পর্যন্ত অর্থাৎ উ: পূ: উপকূল জুড়ে 960 km বিস্তৃত একটি বৃহৎ পৌরপিন্ড ~~পুঞ্জ~~ লক্ষ্য করা যায়, তাকে তিনি বলেছেন বৃহৎ পৌরপুঞ্জ বা Megapolis। লুইস মামফোর্ড তিনি একটি গ্রাম থেকে বিভিন্ন মহানগরীর পর্যায়ে বিভিন্ন ধাপ দেখিয়েছেন সেগুলি হল - ① গ্রাম

(II) এই গ্রাম আরো বড় হয়ে হবে বাজার শহর।

Scanned with CamScanner

Puspendu

(III) সেই বাজার শহর আয়তন ও জনসংখ্যায় বেড়ে হবে নগরী।

(IV) সেই নগরী গুলি মিলিত হয়ে হবে metropolis যার জনসংখ্যা > 100000

(V) কতগুলি মেট্রোপলিস মিলে হবে মেগালোপলিস

(VI) কতগুলি ~~মেগাপলিস~~ মেগালোপলিস একত্রিত হয়ে হবে টাইরানোপলিস।

(VII) শেষে এই টাইরানোপলিসগুলি মিলে হবে, কল্পিত হবে নেক্রোপলিস বা, মৃতনগরী তে।

এই নগর বিবর্তনের কারণসমূহ:

(I) একটি নির্দিষ্ট পৌর অঞ্চল বা মহানগরীতে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা Primary city এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(II) অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন।

(III) পরিবহন ব্যবস্থার নিবিড় সংযুক্তিকরণ।

(IV) পৌর এলাকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি।

(V) গ্রাম থেকে শহরে দ্রুত স্থানান্তর।

(VI) ব্যাপক অর্থে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ।

(VII) প্রশাসনিক কেন্দ্রীকতা।

(VIII) পরিবহন ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন।

(IX) পুঁজির কেন্দ্রীকরণ।

(X) প্রতিনিয়ত বাজার।

(XI) ব্যাপক নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের সুবিধা যার জন্য আশে পাশের অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক আসছে।

(XII) সাংস্কৃতিক-সামাজিক কেন্দ্রীভবন।

মহানগর এবং পৌরপুঞ্জের সমস্যাসমূহ:

ভৌগোলিকেরা মহানগরী, পৌরপুঞ্জ, পৌরাঞ্চলের সমস্যাগুলিকে 2 ~~তিনটি~~ ভাগে ভাগ করেছেন

(ক) স্থিতিশীলতার সমস্যা: অর্থাৎ মহানগরীগুলি যেগুলি স্থিতিশীল তার কিছু সমস্যা আছে। যা হল-

(I) পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তন: অনেকক্ষেত্রে বহুক্ষেত্রেও পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মহানগরীর গুরুত্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাস ও পায়।

যেমন: কলকাতা মহানগরীর কলকাতা বন্দরের এলাকাতে পলি সঞ্চয়ের ফলে কলকাতা বন্দরকে অবস্থা বিবেচিতে খারাপ হয়ে যায়, ফলে বড় জাহাজ পৌঁছতে না পারায় এখানে [illegible]

Puspendu

(iii) সেই বাজার শহর আয়তন ও জনসংখ্যায় বেড়ে হবে নগরী।
(iv) সেই নগরী গুলি মিলিত হয়ে হবে metropolis যার জনসংখ্যা > 100000
(v) কতগুলি মেট্রোপলিস মিলে হবে মেগালোপলিস
(vi) কতগুলি ~~মেগালোপলিস~~ মেগালোপলিস একত্রিত হয়ে হবে টাইরানোপলিস।
(vii) শেষে এই টাইরানোপলিসগুলি মিলে হবে, কল্পিত হবে নেক্রোপলিস বা, মৃতনগরীতে।

এই নগর বিবর্তনের কারণসমূহ:

(i) একটি নির্দিষ্ট পৌর অঞ্চল ক মহানগরীতে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা Primary city এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(ii) অর্থনীতির কেন্দ্রীভবন।
(iii) পরিবহন ব্যবস্থার নিবিড় সংযুক্তি করণ।
(iv) পৌর এলাকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি।
(v) গ্রাম থেকে শহরে দ্রুত স্থানান্তর।
(vi) ব্যাপক অর্থে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ।
(vii) প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ।
(viii) পরিবহন ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন।
(ix) পুঁজির কেন্দ্রীকরণ।
(x) প্রাচীনতম বাজার।
(xi) ব্যাপক নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের সুবিধা যার জন্য আশে পাশের অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক আসছে।
(xii) সাংস্কৃতিক-সামাজিক কেন্দ্রীভবন।

মহানগর এবং পৌরপুঞ্জের সমস্যাসমূহ:

ভৌগোলিকরা মহানগরী, পৌরপুঞ্জ, পৌরপিন্ডের সমস্যাগুলিকে 2 ~~তিনটি~~ ভাগে ভাগ করেছেন

(ক) স্থিতিশীলতার সমস্যা: অর্থাৎ মহানগরীগুলি যেগুলি স্থিতিশীল তার কিছু সমস্যা আছে। যা হল-

(i) পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তন: অনেকক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রগুলোয় পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মহানগরীর গুরুত্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাস ও পায়।
যেমন! কলকাতা মহানগরীর কলকাতা বন্দরে অত্যধিক পলি সঞ্চয়ের ফলে কলকাতা বন্দরের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে যায়, ফলে বড় জাহাজ পৌঁছতে না পারায় এখানে শিল্পের উপর প্রভাব পড়েছে।

Scanned with CamScanner

এর ফলে পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে আগে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির যে বিস্তৃত এলাকা ছিল সেই এলাকা এখন অনেক ছোটো হয়ে গেছে। যা কলকাতা বন্দরের প্রসারে কিছু ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

(2) শিল্প ক্ষেত্রের গুরুত্ব হ্রাস : শিল্প বিপ্লবের পর যে মহানগরী গুলি গঠিত হয়েছিল, সেই মহানগরীগুলো মূলত উন্নত দেশে কোনো না কোনো শিল্পের বিকাশের ফলে গড়ে উঠেছিল। যেমন ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার প্রধানত কার্পাস বস্ত্র শিল্পের উন্নতির ফলে একটি মহানগরীতে পরিণত হয় কিন্তু পরে ব্রিটেনে যখন কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সংকট দেখা দিল, অল্পে অল্পে কার্পাস-বয়ন শিল্প বন্ধ হতে লাগল তখন ম্যানচেস্টারের যে গুরুত্ব তা হ্রাস পেল।

(3) খনিজ সম্পদ উৎপাদনে ঘাটতি: পৃথিবীর শিল্প বিপ্লবে সময় বহু মহানগরী গড়ে উঠেছে মূলত খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে। আবার যখন আকরগুলির খনিজ ভান্ডার গুলি ফুরিয়ে গেছে বা খনিজ শেষ হয়ে যায় তখন ওই মহানগরী গুলির সংকট দেখা দিয়েছে।

(4) পরিবেশ দূষণ : শিল্প বিপ্লবের সময় যে মহানগরী গুলি গঠিত হয়েছিল সেগুলি মূলত কলকাতা, ঢাকা, ম্যানিলা মতো সেখানে প্রচুর জনসংখ্যা এবং যানবাহন পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি এর ফলে সেখানে পরিবেশ গত দূষণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঙ) মহানগরীর বৃদ্ধি জনিত সমস্যা: মহানগরীর বৃদ্ধি জনিত সমস্যাগুলি হল নিম্নরূপ-

(i) গ্রামীণ এলাকার বিলুপ্তি : অর্থাৎ যে গ্রামীণ এলাকা গুলি আস্তে আস্তে পৌর এলাকা গুলির মধ্যে প্রবেশ করছে ফলে গ্রামীণ এলাকাগুলি ছোটো ছোটো শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার ফলে গ্রামীণ এলাকার পরিবেশ অল্পে অল্পে বিনষ্ট হচ্ছে।

(ii) প্রবীণ নগরীর নিম্নস্তর নগরীর উত্থান : এর ফলে দেশের একটি বড় জনসংখ্যা প্রধান নগরী গুলোতে বসবাস করছে। যেমন- ভেনেজুয়েলার জনসংখ্যার প্রায় 64% ভেনেজুয়েলার রাজধানী শহর কারাকাসে থাকে। এর ফলে গ্রাম অঞ্চলগুলি জনবিরল হয়েছে।

(iii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব : কোনো মহানগরে যদি অর্থনৈতিক কাম[redacted] (শিল্পের) কল্যাণের চে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে সেখানে কর্মহীনতা বেকারত্বযুক্তত্ব প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

(iv) নাগরিক সুযোগসুবিধার অভাব : কোনো মহানগরীতে যদি জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ে তাহলে নাগরিক সুযোগসুবিধা যেমন- পয়ঃপ্রণালী, শিক্ষা, চিকিৎসা কিছুই ভালো ভাবে পাওয়া যাবে না।

(v) পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ : ব্যাপক ভাবে গণ পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ।

(vi) ঘিঞ্জি এলাকা বৃদ্ধি : যত বেশি পরিমাণে জনসমাগম হবে শহরগুলোতে তত তারা শহরে মূল থেকে প্রান্ত এলাকায় বসবাস করবে ফলে ~~নানান~~ রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ার সম্ভবনা থাকে।

(vii) পরিবেশ দূষণ : জনসমাগমের ফলে জলদূষণ, শব্দদূষণ, বায়ু দূষণ বেড়েই চলেছে যা কোনো ~~প্রশাসনিক~~ নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যা।

(viii) প্রশাসনিক সমস্যা : আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ফলে চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি ও পুলিশের প্রশাসন জনিত সমস্যা উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner